AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাংক ভার্চুয়াল গিফট কার্ডের জন্য শর্তাবলি

এই শর্তাবলি অ্যাক্সিস ব্যাংক ভার্চুয়াল গিফট কার্ড (‘কার্ড’) ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত সকল লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং কার্ড ইস্যুর প্রেক্ষিতে কার্ডধারী ও ব্যাংকের মধ্যে সম্পূর্ণ চুক্তি গঠন করে। এই শর্তাবলির প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রযোজ্য হবে:

- একবচন উল্লেখ বহুবচনকেও অন্তর্ভুক্ত করবে এবং পুংলিঙ্গ উল্লেখ স্ত্রীলিঙ্গকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।
- ধারার শিরোনামসমূহ কেবল সুবিধার্থে প্রদান করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ধারার অর্থ বা ব্যাখ্যার উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। যদি এখানকার কোনো বিধান কোনো সক্ষম এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত দ্বারা অবৈধ, অকার্যকর বা বলবৎযোগ্য নয় বলে গণ্য হয়, তবে উক্ত বিধানটিকে এই শর্তাবলি থেকে অপসারিত বলে গণ্য করা হবে এবং অবশিষ্ট শর্তাবলি পূর্ণ বল ও কার্যকারিতায় বহাল থাকবে।

সংজ্ঞা

এই নথিতে, নিম্নলিখিত শব্দ ও পরিভাষাসমূহের অর্থ নিম্নরূপ হবে:

1. ‘এটিএম’ বলতে একটি স্বয়ংক্রিয় টেলার মেশিনকে বোঝাবে।
2. ‘আবেদনকারী’ বলতে কার্ডের প্রেক্ষিতে সেই ব্যক্তিকে বোঝাবে, যিনি ব্যাংকের নিকট আবেদন করেন এবং ব্যাংক থেকে ভার্চুয়াল কার্ড গ্রহণ করেন।
3. ‘উপলব্ধ পরিমাণ’ বলতে কার্ডের প্রেক্ষিতে যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ভার্চুয়াল কার্ড ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ অর্থের পরিমাণকে বোঝাবে, যা কার্ড অ্যাকাউন্টে জমাকৃত মোট অর্থের সমষ্টি থেকে কার্ড ব্যবহার করে সম্পাদিত লেনদেনের মাধ্যমে ব্যবহৃত অর্থ বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট থাকে।
4. ‘ব্যাংক’ বলতে অ্যাক্সিস ব্যাংক লিমিটেডকে বোঝাবে, যা কোম্পানিজ অ্যাক্ট, 1956 অনুসারে ভারতে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি এবং ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, 1949 অনুযায়ী একটি ব্যাংকিং কোম্পানি, যার নিবন্ধিত কার্যালয় ‘ত্রিশূল’, তৃতীয় তলা, সমর্থেশ্বর মন্দিরের বিপরীতে, ল’ গার্ডেনের নিকটে, এলিসব্রিজ, আহমেদাবাদ – 380006-এ অবস্থিত, এবং এর উত্তরাধিকারী ও অভ্যর্থিত প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করবে।
5. ‘সুবিধাভোগী’ বলতে কার্ডের প্রেক্ষিতে সেই ব্যক্তিকে বোঝাবে, যিনি আবেদনকারীর নিকট থেকে উপহার হিসেবে ভার্চুয়াল গিফট কার্ড গ্রহণ করেন এবং আবেদনকারীর দায়িত্বসমূহ গ্রহণ করেন ও আবেদনকারীর অঙ্গীকারসমূহ মেনে নেন। তবে এই ধরনের অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি ব্যাংক কোনো প্রকারে দায়বদ্ধ বা দায়ী থাকবে না।

6. ‘কার্ড’ বলতে এই শর্তাবলির অধীনে ব্যাংক কর্তৃক কোনো কার্ডধারীর নিকট ইস্যুকৃত ভার্চুয়াল গিফট কার্ডকে বোঝাবে।
7. ‘কার্ডধারী’ বলতে কার্ডের প্রেক্ষিতে আবেদনকারী অথবা কার্ডের সুবিধাভোগীকে বোঝাবে।
8. ‘কার্ড অ্যাকাউন্ট’ বলতে কার্ডের প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃক রক্ষিত একটি অ্যাকাউন্টকে বোঝাবে।
9. ‘ইডিসি’ বলতে একটি ইলেকট্রনিক ডাটা ক্যাপচার টার্মিনাল, প্রিন্টার, অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক উপকরণ এবং উক্ত যন্ত্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারকে বোঝাবে।
10. ‘মার্চেন্ট’ বা ‘মার্চেন্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ’ বলতে যেকোনো স্থানে অবস্থিত সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে, যারা কার্ড গ্রহণ বা সম্মান করে এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে, অন্যান্যদের পাশাপাশি: দোকান, শপ, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি, যা ব্যাংক এবং / অথবা ভিসা / মাস্টারকার্ড / রুপে কর্তৃক বিজ্ঞাপিত।
11. ‘পিওএস’ বলতে পয়েন্ট-অফ-সেল টার্মিনালকে বোঝাবে।
12. ‘লেনদেন’ বলতে ব্যাংকের নথিতে প্রতিফলিত কোনো নির্দেশ, অনুসন্ধান বা যোগাযোগকে বোঝাবে, যা কার্ডধারী সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কার্ড ব্যবহার করে ব্যাংকের নিকট প্রদান বা সম্পাদন করেন কোনো লেনদেন কার্যকর করার উদ্দেশ্যে, তা ইডিসি, পিওএস অথবা ব্যাংকের বা ব্যাংকের শেয়ার্ড নেটওয়ার্কের অন্য কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে হোক।
13. ‘ভিসা’ বলতে ভিসা ইন্টারন্যাশনাল-এর মালিকানাধীন ট্রেডমার্ককে বোঝাবে।
14. ‘মাস্টারকার্ড’ বলতে মাস্টারকার্ড-এর মালিকানাধীন ট্রেডমার্ককে বোঝাবে।
15. ‘রুপে’ বলতে ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া কর্তৃক মালিকানাধীন ট্রেডমার্ককে বোঝাবে।

কার্ডের বৈধতা ও ব্যবহার

1. কার্ড ইস্যুর তারিখ থেকে 3 বছরের জন্য কার্ড বৈধ থাকবে।
2. কার্ডের সর্বোচ্চ বৈধতা ইস্যুর তারিখ থেকে তিন বছর, উদাহরণস্বরূপ (Jul-25 থেকে Jul28)। কার্ড উল্লিখিত বৈধতার মেয়াদের শেষ মাসের শেষ দিন পর্যন্ত বৈধ থাকবে। তবে উক্ত এক বছরের মেয়াদ পূর্তির পূর্বে যদি কার্ডের ব্যালেন্স শূন্যে পৌঁছে যায়, তবে কার্ডের বৈধতা অবসান হবে।
3. কার্ড বা লেনদেন সংক্রান্ত সকল যোগাযোগ শুধুমাত্র আবেদনকারী কর্তৃক ব্যাংকের নিকট প্রেরিত হবে। কার্ড সম্পর্কিত ব্যাংকের পক্ষ থেকে যে কোনো যোগাযোগ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অথবা সরাসরি আবেদনকারীর নিকট প্রেরণ করা হবে।
4. কার্ড তখনকার উপলব্ধ পরিমাণ পর্যন্ত লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
5. কার্ড শুধুমাত্র কার্ডধারী কর্তৃক ব্যবহৃত হবে এবং এটি হস্তান্তরযোগ্য নয়।

6. কার্ডের মাধ্যমে কোনো লেনদেন সম্পাদিত হলে, উক্ত লেনদেনের পরিমাণ তখনকার উপলব্ধ পরিমাণ থেকে কর্তন করে নতুন উপলব্ধ পরিমাণ নির্ধারিত হবে। কার্ডে পর্যাপ্ত উপলব্ধ পরিমাণ না থাকলে সংশ্লিষ্ট লেনদেন সম্পাদিত হবে না।
7. কার্ডের ব্যবহারকে অ্যাক্সিস ব্যাংক প্রিপেইড কার্ডের শর্তাবলি গ্রহণ হিসেবে গণ্য করা হবে।
8. কার্ডে উপলব্ধ বা লোডকৃত অর্থের উপর ব্যাংক কোনো সুদ প্রদান করবে না।
9. কার্ডধারী কার্ডে কেবল একবার অর্থ লোড করতে পারবেন, যার সর্বোচ্চ সীমা ₹ 10,000/- (মাত্র দশ হাজার) অথবা ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সীমা, যা প্রযোজ্য অভ্যন্তরীণ ও প্রাসঙ্গিক নিয়ন্ত্রক এবং বিধিবদ্ধ নির্দেশিকার অধীন থাকবে। পরবর্তীতে কার্ডধারী এবং / অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কার্ডে পুনরায় অর্থ লোড করতে পারবেন না।
10. অ্যাক্সিস ব্যাংক ভার্চুয়াল গিফট কার্ডসমূহ শুধুমাত্র ভারতে ভিসা / মাস্টারকার্ড / রুপে সক্ষম অনলাইন পোর্টালে নিরাপদ ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করে।
11. ব্যাংক কার্ডের সাথে শুধুমাত্র ব্যালেন্স অনুসন্ধান এবং বিবরণী সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার জন্য ইন্টারনেট ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে। ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সকল তহবিল স্থানান্তর সুবিধা অবরুদ্ধ থাকবে।
12. শেষ লেনদেনের তারিখ থেকে 10 বছরের জন্য প্রিপেইড কার্ডে কোনো অব্যবহৃত বা উত্তোলন না করা অবশিষ্ট ব্যালেন্স থাকলে, তা ডিপোজিটর এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ফান্ড (ডিইএএফ)-এ স্থানান্তরিত হবে।

কার্ডের জন্য আবেদন

1. যে ব্যক্তি কার্ড গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাকে ব্যাংক নির্ধারিত ভার্চুয়াল গিফট কার্ড আবেদন সহ আমানত ফর্মে আবেদন করতে হবে এবং কার্ড অ্যাকাউন্টে জমা রাখার জন্য নির্ধারিত অর্থসহ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।
2. ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনো আবেদন বিবেচনা না করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
3. কার্ডের প্রেক্ষিতে কার্ডধারী কর্তৃক ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট কার্ডের কার্ড অ্যাকাউন্টে জমা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করবে।

কার্ডের নিরাপত্তা

1. কার্ডধারী কার্ডের নিরাপত্তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন এবং কার্ডের নিরাপদ সংরক্ষণ ও সঠিক ব্যবহারের জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কার্ডধারীর দায়িত্ব ও অঙ্গীকার

1. কার্ডধারীর ঠিকানার কোনো পরিবর্তন হলে তিনি অবিলম্বে ব্যাংককে অবহিত করবেন।
2. কার্ডধারী সকল লেনদেন এবং সংশ্লিষ্ট চার্জের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

3. কার্ডধারী স্বীকার করেন যে তাঁর অনুরোধে এবং তাঁর নিজ দায়িত্ব ও ঝুঁকিতে ব্যাংক তাঁকে কার্ড প্রদান করেছে এবং তাঁর কার্ড ব্যবহার করে নথিভুক্ত সকল লেনদেনের পূর্ণ দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন।
4. কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত কোনো নির্দেশ প্রত্যাহারযোগ্য হবে না।
5. কার্ডধারী সকল পরিস্থিতিতে কার্ডের ব্যবহারের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তা তাঁর জ্ঞাতসারে বা তাঁর স্পষ্ট বা পরোক্ষ অনুমোদনসহ প্রক্রিয়াকৃত হোক বা না হোক।
6. কার্ডধারী অপরিবর্তনীয়ভাবে ব্যাংককে অনুমোদন প্রদান করেন যাতে কার্ড ব্যবহার করে সম্পাদিত লেনদেনের অর্থ তাঁর কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট করা হয়।
7. কার্ডধারী লেনদেনের ভিত্তিতে সৎ বিশ্বাসে এবং স্বাভাবিক ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের জন্য ব্যাংককে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত ও দায়মুক্ত রাখবেন।
8. ব্যাংক লেনদেন সম্পাদনে তার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে, তবে কোনো কারণবশত লেনদেন বা নির্দেশ সম্পাদনে বিলম্ব বা অসমর্থতার জন্য কার্ডধারী বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট ব্যাংক কোনো প্রকার দায় বহন করবে না।
9. কার্ডধারী কোনো লেনদেন বা কার্ড অ্যাকাউন্টে অন্তর্ভুক্ত কোনো এন্ট্রি সংক্রান্ত বিরোধ সংশ্লিষ্ট লেনদেন বা এন্ট্রির তারিখ থেকে 7 দিনের মধ্যে ব্যাংকের নজরে আনতে সম্মত হন; অন্যথায় সকল লেনদেন এবং কার্ড অ্যাকাউন্ট এন্ট্রি সঠিক এবং কার্ডধারী কর্তৃক গৃহীত বলে গণ্য হবে।
10. কার্ডধারী কার্ড ক্রয়ের সময় ক্রেতা যে মূল্য পরিশোধ করেছেন তার অতিরিক্ত কার্ডের মাধ্যমে ব্যয়িত সকল অর্থ, যেমন রেস্তোরাঁ টিপস এবং অন্যান্য সারচার্জ, ব্যাংককে প্রদান করতে সম্মত হন।
11. যদি কোনো কারণে এই প্রকল্প বন্ধ করা হয় অথবা আরবিআই-এর নির্দেশে বন্ধ করতে বলা হয়, তবে কার্ডধারী কার্ডে অবশিষ্ট বকেয়া ব্যালেন্স উত্তোলন করার অনুমতি পাবেন।
12. কার্ডধারী ক্রিপ্টো মুদ্রা ক্রয়ের জন্য কার্ড ব্যবহার করবেন না।
13. ভার্চুয়াল গিফট কার্ড ডিজিটাল রূপে এসএমএস এবং ইমেইলের মাধ্যমে ইস্যু করা হয় এবং এর কোনো ভৌত কার্ড নেই।

অব্যবহৃত কার্ডের অর্থ

1. পিপিআই-এর বৈধতার মেয়াদ শেষ হওয়ার 45 দিন পূর্বে এসএমএস / ইমেইল ইত্যাদি উপলব্ধ যে কোনো মাধ্যমের মাধ্যমে গ্রাহককে অবহিত করা হবে।
2. কার্ডের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখে বা তার পরবর্তী সময়ে অবশিষ্ট যে কোনো বকেয়া অর্থ, কার্ডধারী কর্তৃক ক্রয়কৃত ব্যাংকের নতুন অনুরূপ পেমেন্ট ইন্সট্রুমেন্টে স্থানান্তরের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।
3. কার্ড নিষ্ক্রিয়তা

4. ধারাবাহিকভাবে এক বছর কোনো আর্থিক লেনদেন না হলে, ব্যাংক কার্ডধারীকে অবহিত করে কার্ডটি নিষ্ক্রিয় করে দেবে।
5. গ্রাহক পোর্টালের মাধ্যমে গ্রাহক যাচাইকরণ সম্পন্ন করার পর অথবা শাখার মাধ্যমে সহায়তা দলের দ্বারা যাচাইকরণের পরই কার্ড পুনরায় সক্রিয় করা যাবে।
6. এই ধরনের কার্ডসমূহ আরবিআই-এর নির্দেশনা অনুযায়ী রিপোর্ট করা হবে।

ফি ও চার্জ

1. ভার্চুয়াল গিফট কার্ডের উপর কোনো ফি প্রযোজ্য নয়।
2. কার্ড ব্যবহারের ফলে ব্যয়ের সময় প্রযোজ্য যে কোনো সরকারি চার্জ অথবা সারচার্জ কার্ডধারীর দায়িত্বে বহন করতে হবে।
3. কার্ডধারী তাঁর কার্ড সংক্রান্ত ব্যাংকের প্রাপ্য অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের যে কোনো ব্যয় (আইন দ্বারা অনুমোদিত সীমার মধ্যে যুক্তিসঙ্গত আইনজীবীর ফিসহ) কার্ডের ব্যালেন্স থেকে কর্তনের জন্য ব্যাংককে অনুমোদন প্রদান করেন এবং উক্ত ব্যয়ের জন্য ব্যাংককে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত ও দায়মুক্ত রাখবেন।
4. কার্ডধারীর দ্বারা প্রদেয় এবং পরিশোধযোগ্য অর্থ পৃথকভাবে পরিশোধ না করা হলে, ব্যাংক উক্ত অর্থ উপলব্ধ পরিমাণ থেকে অথবা কার্ডধারীর ব্যাংকের অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট ডেবিট করে আদায় করতে পারবে।

চার্জের বিবরণ	ভার্চুয়াল গিফট কার্ড
বৈধতা	3 বছর
নগদ উত্তোলন	না
ইস্যু ফি	শূন্য
বার্ষিক ফি	শূন্য
লোডিং ফি	শূন্য
কার্ড প্রতিস্থাপন	শূন্য
রিডেম্পশন চার্জ	₹ 100 + জিএসটি
এটিএম নগদ উত্তোলন ফি – অনাস	প্রযোজ্য নয়
এটিএম নগদ উত্তোলন ফি – অফাস – প্রতি মাসে পাঁচটি লেনদেন বিনামূল্যে	প্রযোজ্য নয়
অ-আর্থিক লেনদেন – অনাস – ব্যালেন্স অনুসন্ধান, মিনি বিবরণী, পিন পুনঃনির্ধারণ	শূন্য
অ-আর্থিক লেনদেন – অফাস – ব্যালেন্স অনুসন্ধান, মিনি বিবরণী, পিন পুনঃনির্ধারণ – প্রতি মাসে পাঁচটি লেনদেন বিনামূল্যে	প্রযোজ্য নয়

সুবিধার পরিবর্তন

1. ব্যাংক তার নিজ বিবেচনায়, শেয়ার্ড নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কার্ড ব্যবহারের জন্য অনলাইন এবং / অথবা অন্যান্য পরিষেবায় অতিরিক্ত প্রবেশাধিকার প্রদান করতে পারে। কার্ডধারী অবগত ও সম্মত যে এই ধরনের নেটওয়ার্ক বিভিন্ন পরিষেবা বা

অবস্থানের জন্য ভিন্ন কার্যকারিতা, পরিষেবা সুবিধা এবং ভিন্ন চার্জ প্রদান করতে পারে।

2. ব্যাংক তার একক বিবেচনায়, যে কোনো সময়, কার্ডধারীকে কোনো পূর্ব নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে, কার্ড ব্যবহারের সুবিধা এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট পরিষেবা, ই-কম প্রবেশাধিকার, অনলাইন ও অন্যান্য পরিষেবা প্রত্যাহার, স্থগিত, বাতিল অথবা সমাপ্ত করার অধিকারী হবে এবং এই ধরনের স্থগিতকরণ বা সমাপ্তির ফলে কার্ডধারীর যে কোনো প্রকার ক্ষতি বা লোকসানের জন্য ব্যাংক কোনোভাবে দায়ী থাকবে না।
3. রক্ষণাবেক্ষণ: পরিষেবার প্রাপ্যতাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ক্ষেত্রে অগ্রিম নোটিশ প্রদান করা হবে; তবে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অথবা অন্য কোনো কারণে ব্যাংক প্রয়োজনীয় মনে করলে, যে কোনো সময়, কোনো নোটিশ ছাড়াই ই-কম অনলাইন বা অনুরূপ যন্ত্রে প্রবেশাধিকার অথবা সকল বা যে কোনো পরিষেবা স্থগিত করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে। মুদ্রিত লেনদেন রেকর্ড, ব্যালেন্স তথ্য বিবরণী, ত্রুটি,

অভিযোগ, অননুমোদিত লেনদেন এবং গ্রাহক অভিযোগ

1. কোনো অননুমোদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংক বা গ্রাহকের দায় নিম্নরূপ হবে:
    1. গ্রাহকের শূন্য দায় — নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে অননুমোদিত লেনদেন সংঘটিত হলে গ্রাহক শূন্য দায়ের অধিকারী হবেন:
        - ব্যাংকের পক্ষ থেকে সহায়ক জালিয়াতি / অবহেলা / ত্রুটি (লেনদেন গ্রাহক কর্তৃক রিপোর্ট করা হয়েছে কি না তা নির্বিশেষে)।
        - তৃতীয় পক্ষের লঙ্ঘন, যেখানে ত্রুটি না ব্যাংকের, না গ্রাহকের, বরং সিস্টেমের অন্য কোথাও অবস্থিত, এবং গ্রাহক ব্যাংক থেকে অননুমোদিত লেনদেন সংক্রান্ত যোগাযোগ প্রাপ্তির তিন কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাংককে অবহিত করেন।
    2. গ্রাহকের সীমিত দায় — নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অননুমোদিত লেনদেনজনিত ক্ষতির জন্য গ্রাহক দায়বদ্ধ থাকবেন:
        - যেখানে ক্ষতি গ্রাহকের অবহেলার কারণে ঘটে, যেমন গ্রাহক তাঁর পেমেন্ট সংক্রান্ত পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার করেছেন, সেই ক্ষেত্রে অননুমোদিত লেনদেন ব্যাংকে রিপোর্ট না করা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ক্ষতি গ্রাহককে বহন করতে হবে। অননুমোদিত লেনদেন রিপোর্ট করার পর সংঘটিত যে কোনো ক্ষতি ব্যাংক বহন করবে।
        - যেখানে অননুমোদিত ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং লেনদেনের দায় না ব্যাংকের, না গ্রাহকের, বরং সিস্টেমের অন্য কোথাও অবস্থিত এবং গ্রাহক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত যোগাযোগের চার থেকে সাত কার্যদিবস পরে ব্যাংককে অবহিত করেন, সেই ক্ষেত্রে প্রতি লেনদেনে গ্রাহকের দায় লেনদেনের পরিমাণ অথবা ₹ 10,000/- যেটি কম, তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

3. যদি গ্রাহক ব্যাংক থেকে অননুমোদিত লেনদেন সংক্রান্ত যোগাযোগ প্রাপ্তির সাত কার্যদিবস পরে ব্যাংককে অবহিত করেন, তবে গ্রাহকের দায় ব্যাংকের বোর্ড অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে নির্ধারিত হবে। ব্যাংক তার বোর্ড অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী বিষয়টি মূল্যায়ন ও নির্ধারণ করবে।

অভিযোগের উচ্চতর নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য অ্যাক্সিস ব্যাংকের ওয়েবসাইট (www.axis.bank.in) পরিদর্শন করুন অথবা 022-67987700 নম্বরে কল করে ব্যাংকের অভিযোগ নিষ্পত্তি নীতিমালা সম্পর্কে জানুন।

4. এই শর্তাবলির অধীনে ব্যাংক কর্তৃক সংরক্ষিত আপনার নির্দেশাবলি এবং অন্যান্য বিবরণ (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় প্রদত্ত বা প্রাপ্ত অর্থপ্রদান) ইলেকট্রনিক বা লিখিত আকারে আপনার বিরুদ্ধে উক্ত নির্দেশ ও বিবরণের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে।
5. রিপোর্ট করার সময় এবং / অথবা অ্যাকাউন্টে সম্পাদিত লেনদেনসমূহ সংক্রান্ত কোনো বিরোধ অথবা উক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত অন্য কোনো বিষয়ে বিরোধের ক্ষেত্রে, ব্যাংক বিরোধিত লেনদেনের সময় এবং / অথবা প্রামাণিকতা নির্ধারণের অধিকার সংরক্ষণ করে। তৃতীয় পক্ষের জালিয়াতির কারণে অথবা যেখানে জালিয়াতিতে আপনার কোনো অবদান নেই, সেই ক্ষেত্রে আপনার কার্ড অ্যাকাউন্টে সংঘটিত অননুমোদিত লেনদেন সংক্রান্ত আপনার দায় আরবিআই সার্কুলার "Customer protection- Limited liability of customers in unauthorized Electronic Banking transactions"-এ প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। সময়ে সময়ে সংশোধিত বিধিমালার যে কোনো পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট সময়ে প্রযোজ্য ও বাধ্যতামূলক হবে।
6. অতিরিক্ত সহায়তার জন্য www.axis.bank.in/support ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন।

তথ্য প্রকাশ

1. কোনো ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণের সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত বিবেচিত হলে, কার্ড বা কার্ডধারী সংক্রান্ত তথ্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রকাশ করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
2. ই-কম অনলাইন অথবা অন্যান্য যন্ত্রে কার্ডের ব্যবহার কার্ডধারীর স্পষ্ট সম্মতি হিসেবে গণ্য হবে নিম্নলিখিত বিষয়ে:
    - যথাযথ লেনদেন রেকর্ড সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কার্ডধারীর পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য এবং কার্ড ব্যালেন্স সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রেরণ ও প্রক্রিয়াকরণ।

- অনলাইন অথবা অন্যান্য যন্ত্রে কার্ড ব্যবহারের সুবিধার্থে কার্ডধারীর অ্যাকাউন্ট ও লেনদেন সংক্রান্ত বিবরণ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী ও প্রক্রিয়াকরণকারী নেটওয়ার্ক / অন্যান্য নেটওয়ার্কের নিকট প্রকাশ ও প্রেরণ।
- উক্ত অংশগ্রহণকারী ও প্রক্রিয়াকরণকারীদের দ্বারা ব্যাংক / অন্যান্য নেটওয়ার্কে এই ধরনের তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণ।
- উক্ত অংশগ্রহণকারী ও প্রক্রিয়াকরণকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করা।
- লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন হলে, অথবা আইন, সরকারি সংস্থা, আদালতের আদেশ বা আইনগত প্রক্রিয়া মেনে চলার জন্য প্রয়োজন হলে, অথবা ত্রুটি সংশোধন বা কার্ডধারীর উত্থাপিত প্রশ্ন নিষ্পত্তির জন্য, অথবা ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রয়োজনীয়তা পূরণের উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের নিকট লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ।

3. কার্ডধারী এই মর্মে স্পষ্টভাবে ব্যাংককে অনুমোদন প্রদান করেন যে, যে কোনো সময় এবং যে কোনো উদ্দেশ্যে, তাঁর ব্যক্তিগত বিবরণ, কার্ড লেনদেন অথবা ব্যাংকের সাথে তাঁর লেনদেন সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অথবা যে কোনো অন্যান্য শাখা, সহায়ক সংস্থা, সহযোগী বা সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনসমূহের নিকট, তারা যেখানেই অবস্থিত হোক না কেন, ভারতের অথবা বিদেশের যে কোনো সরকারি বা নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নিকট, ব্যাংকের স্বার্থে কোনো পরিষেবা প্রদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ যে কোনো এজেন্ট বা ঠিকাদারের নিকট এবং আইন অনুসারে প্রয়োজন হলে অথবা অন্যথায় ব্যাংক যাকে উপযুক্ত মনে করে, সেই যে কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করতে পারে।
4. এখানে বর্ণিত অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত দায়বদ্ধতাসমূহ কেবলমাত্র সেই ব্যাংক শাখায় পরিশোধযোগ্য হবে, যেখানে কার্ড ইস্যু করা হয়েছে, এবং তা প্রযোজ্য স্থানীয় আইনসমূহের অধীন থাকবে (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় যে কোনো সরকারি আইন, আদেশ, ডিক্রি ও বিধিবিধান, যার মধ্যে আর্থিক ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধিও অন্তর্ভুক্ত)।

ব্যাংকের অধিকার

1. ব্যাংক তার একক বিবেচনায়, কার্ডধারীদের কোনো পূর্ব নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে, কার্ড প্রত্যাহার বা স্থগিত করতে অথবা কার্ডের যে কোনো বৈশিষ্ট্য সংশোধন করতে পারে।
2. যদি ব্যাংকের বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে কার্ডের ব্যবহার অনুমোদিত নয়, অথবা সংশ্লিষ্ট লেনদেন প্রকৃত নয় বা অস্পষ্ট অথবা সন্দেহ উদ্রেককারী, অথবা যে কোনো কারণে তা কার্যকর করা সম্ভব নয়, তবে ব্যাংক উক্ত লেনদেন সম্পাদন না করার বিবেচনাধিকার সংরক্ষণ করে।

3. কার্ডধারী কর্তৃক প্রদত্ত কোনো নির্দেশ ব্যাংকের দ্বারা একাধিক উপায়ে সম্পাদনযোগ্য হলে, ব্যাংক তার একক বিবেচনায় উক্ত নির্দেশ যেকোনো এক উপায়ে সম্পাদন করতে পারবে।

মার্চেন্টদের সাথে কার্ডধারীর বিরোধ

1. কার্ড নম্বর (আংশিকভাবে গোপনকৃত) উল্লেখসহ একটি ইলেকট্রনিক স্লিপ কার্ডধারীর উপর আরোপিত দায়ের পরিমাণ সম্পর্কে ব্যাংক ও কার্ডধারীর মধ্যে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে।
2. কার্ডধারী কর্তৃক প্রাপ্ত কোনো পণ্য বা পরিষেবার গুণমান, মূল্য, গ্যারান্টি, সরবরাহে বিলম্ব, অ-সরবরাহ বা অ-প্রাপ্তির জন্য ব্যাংক কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।
3. স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে যে কার্ড সুবিধা কেবলমাত্র কার্ডধারীর পণ্য ক্রয় বা পরিষেবা গ্রহণের একটি সুবিধা এবং ব্যাংক উক্ত পণ্য বা পরিষেবার গুণমান, মূল্য, সরবরাহ বা অন্য কোনো বিষয়ে কোনো গ্যারান্টি বা প্রতিশ্রুতি প্রদান করে না। এই সংক্রান্ত যে কোনো বিরোধ সরাসরি মার্চেন্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে। তবে কার্ডধারী মার্চেন্টের সাথে বিরোধের বিষয়ে ব্যাংককে অবহিত করবেন এবং সংশ্লিষ্ট স্থানের নাম, লেনদেনের তারিখ ও সময় এবং ব্যাংকের তদন্তে সহায়ক অন্যান্য বিবরণ প্রদান করবেন।
4. ব্যাংক বিরোধের নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে বিবরণীতে উল্লিখিত প্রযোজ্য চার্জ সংক্রান্ত কোনো অসন্তুষ্ট কার্ডধারীর আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সদিচ্ছাপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। উক্ত প্রচেষ্টার পর যদি ব্যাংক নির্ধারণ করে যে চার্জটি সঠিক, তবে বিক্রয় স্লিপ বা পেমেন্ট রিকুইজিশনের অনুলিপিসহ প্রাসঙ্গিক বিবরণ কার্ডধারীকে জানাবে।
5. কোনো প্রতিষ্ঠান কার্ড গ্রহণ বা সম্মান করতে অস্বীকার করলে তার জন্য ব্যাংক কোনো দায় স্বীকার করে না।
6. কিছু মার্চেন্টের সাথে ব্যাংক কার্ডধারীর পণ্য ক্রয় / পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবে এই ধরনের মার্চেন্টদের সাথে কার্ডধারীর যে কোনো বিরোধের জন্য ব্যাংক দায়ী বা জবাবদিহি করবে না।

দায়মুক্তি

1. উপরোক্ত বিধানসমূহের কোনো ক্ষতি না করে, নিম্নলিখিত কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভূত যে কোনো ক্ষতি বা লোকসানের জন্য ব্যাংক কার্ডধারীর প্রতি কোনো প্রকার দায় বহন করবে না:
   - সরবরাহকৃত পণ্য বা পরিষেবার কোনো ত্রুটি।
   - কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কার্ড গ্রহণ বা সম্মান করতে অস্বীকৃতি।

- ভার্চুয়াল কার্ড ফেরত চাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির প্রদত্ত কোনো বিবৃতি বা সংশ্লিষ্ট কোনো কার্যকলাপ।
- কার্ডের সামনের অংশে উল্লিখিত মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখের পূর্বে কার্ড সমর্পণের দাবি ও তা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের অধিকার প্রয়োগ, উক্ত দাবি ও সমর্পণ ব্যাংক বা কোনো ব্যক্তি বা কম্পিউটার টার্মিনাল দ্বারা সম্পাদিত হোক না কেন।
- যে কোনো কার্ড বাতিল করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের অধিকার প্রয়োগ।
- কার্ড পুনরুদ্ধার এবং / অথবা কার্ড ফেরতের অনুরোধ অথবা কোনো মার্চেন্ট প্রতিষ্ঠানের কার্ড গ্রহণ বা সম্মান করতে অস্বীকৃতির কারণে আবেদনকারীর ঋণযোগ্যতা ও সুনামের যে কোনো ক্ষতি, যা এমনভাবে অভিযোগ করা হয়েছে।
- ব্যাংকের নিকট প্রকাশিত কোনো তথ্যের ক্ষেত্রে ভুল বিবৃতি, বিভ্রান্তিকর উপস্থাপন, ত্রুটি বা অবহেলা।
- কোনো মার্চেন্ট প্রতিষ্ঠানে যে কোনো কারণে লেনদেন প্রত্যাখ্যান।

2. সিস্টেম বা যন্ত্রপাতির ত্রুটি, অথবা তৃতীয় পক্ষের পণ্য বা পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর ব্যাংকের নির্ভরতার কারণে (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় বিদ্যুৎ বা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা) কোনো পরিষেবা ব্যর্থতা বা বিঘ্ন (যার মধ্যে উপাত্ত হারানো অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়) ঘটলে, তার ফলে সৃষ্ট কোনো ক্ষতি বা লোকসানের জন্য ব্যাংক কোনো দায় স্বীকার করে না এবং দায়ী থাকবে না।
3. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দাঙ্গা, গণঅশান্তি, বিদ্রোহ, যুদ্ধ বা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা অন্য কোনো কারণ, অথবা ধর্মঘট বা লকআউটের ফলে ব্যাংকের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটলে, তার পরিণতির জন্য ব্যাংক কোনো দায় বা দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।
4. অনলাইন পোর্টালে ত্রুটি ঘটার ফলে যদি কার্ডধারীর কোনো লেনদেনের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থের ক্ষতি হয় এবং ব্যাংকের নথি যাচাইয়ের মাধ্যমে সেই ক্ষতি নিশ্চিত হয়, তবে প্রযোজ্য হলে পরিষেবা চার্জসহ প্রয়োজনীয় সমন্বয় করে ব্যাংক উক্ত ক্ষতি সংশোধন করবে।
5. কার্ডধারীর নির্দেশ অনুসরণে ব্যর্থতার কারণে যদি কার্ডধারীর কোনো ক্ষতি বা লোকসান ঘটে এবং সেই ব্যর্থতা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো কারণে ঘটে, তবে ব্যাংক এ বিষয়ে কোনো দায় বহন করবে না; এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
6. কার্ড সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে কার্ডধারী কার্ড ব্যবহার করে সম্পাদিত লেনদেন কার্যকর করার জন্য ব্যাংককে স্পষ্ট অনুমোদন প্রদান করেন। পিন ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে সম্পাদিত লেনদেনের প্রামাণিকতা যাচাই করার কোনো বাধ্যবাধকতা ব্যাংকের থাকবে না।

7. কোনো অবস্থাতেই ব্যাংক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, আকস্মিক বা পরিণামগত ক্ষতি বা লোকসানের জন্য দায়ী থাকবে না, তা রাজস্ব, বিনিয়োগ, উৎপাদন, সুনাম, মুনাফা, ব্যবসায়িক বিঘ্ন বা অন্য যে কোনো প্রকার বা প্রকৃতির ক্ষতির ভিত্তিতে দাবি করা হোক না কেন, এবং তা কার্ডধারী বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ভোগ করা হোক না কেন।
8. রূপান্তরযোগ্যতা বা হস্তান্তরযোগ্যতার সীমাবদ্ধতা, সরকারি অধিগ্রহণ, অনিচ্ছাকৃত স্থানান্তর, যুদ্ধ বা গণঅশান্তি অথবা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অন্য অনুরূপ কারণে কার্ডে জমাকৃত অর্থ প্রাপ্য না হলে, তার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না; এবং এ ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যাংকের অন্য কোনো শাখা, সহায়ক বা সহযোগী সংস্থাও দায়ী থাকবে না।

অর্থপ্রদান প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা

1. আইন দ্বারা অন্যথা প্রয়োজন না হলে, ব্যাংক যদি কোনো প্রক্রিয়া, সমন, আদেশ, নিষেধাজ্ঞা, কার্যকরী আদেশ, জব্দ, আরোপ, লিয়েন, তথ্য বা নোটিশ গ্রহণ করে এবং সৎ বিশ্বাসে মনে করে যে তা কার্ডধারীর কার্ডে লেনদেন করার সক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, তবে ব্যাংক তার বিবেচনায় এবং কার্ডধারীর প্রতি কোনো দায় ব্যতিরেকে, কার্ডধারীর অর্থের যে কোনো অংশ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অথবা উক্ত অর্থ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করতে এবং প্রযোজ্য আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।
2. কার্ড সংক্রান্ত কোনো আইনগত কার্যক্রমের কারণে ব্যাংক যে কোনো ব্যয় বহন করলে, যার মধ্যে সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে যুক্তিসঙ্গত আইনজীবীর ফি অন্তর্ভুক্ত, ব্যাংক কার্ডে উপলব্ধ পরিমাণ থেকে যুক্তিসঙ্গত পরিষেবা চার্জ এবং উক্ত ব্যয় কর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

কার্ড সমাপ্তি

1. কার্ডধারী যদি কার্ডের ব্যবহার সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তিনি পোর্টালের মাধ্যমে কার্ড বন্ধ করতে পারবেন। গ্রাহক সহায়তা দলে লিখিতভাবে জানাতে পারেন অথবা নিকটবর্তী শাখার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
2. ব্যাংক যে কোনো সময়, কোনো কারণ প্রদর্শনসহ বা কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে, 7 দিনের নোটিশ প্রদান করে কার্ড বাতিলের মাধ্যমে এই সুবিধা বন্ধ করার অধিকারী হবে। উক্ত নোটিশ কার্ডধারীর ভারতের সেই ঠিকানায় প্রেরণের 7 দিনের মধ্যে প্রাপ্ত বলে গণ্য হবে, যা সর্বশেষ লিখিতভাবে ব্যাংককে অবহিত করা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণ

1. কার্ডধারী কার্ড সুবিধার ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে কার্ডধারী বা তাঁর যে কোনো এজেন্ট, কর্মচারী বা সহযোগীর কার্যকলাপের ফলে ব্যাংক, তার গ্রাহক বা কোনো তৃতীয়

পক্ষের যে কোনো ক্ষতি বা তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক আনা কোনো দাবি বা মামলার বিরুদ্ধে ব্যাংককে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত ও দায়মুক্ত রাখবেন। কার্ডধারী সম্মত হন যে নিম্নলিখিত কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যাংকের যে কোনো দায়, ক্ষতি, লোকসান, ব্যয় বা খরচের জন্য তিনি ব্যাংককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন:

- কার্ডধারীর অবহেলা / ভুল বা অসদাচরণ।
- কার্ড সংক্রান্ত বিধি / শর্তাবলির লঙ্ঘন বা অমান্য।
- কার্ডধারী বা তাঁর কর্মচারী / এজেন্ট কর্তৃক কোনো লেনদেন সম্পর্কিত জালিয়াতি বা অসততা।
- অনলাইন মার্চেন্ট, ইডিসি এবং অনুরূপ ইলেকট্রনিক টার্মিনাল যন্ত্রনির্ভর এবং পরিচালনার সময় ত্রুটি ঘটতে পারে।

2. উল্লিখিত যে কোনো ধরনের ব্যর্থতার জন্য কার্ডধারী ব্যাংককে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হন। ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো কারণে সুবিধা প্রদান বা শর্তাবলি অনুসরণে ব্যর্থতার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না। কার্ড সুবিধা প্রদান করার পরিপ্রেক্ষিতে, কার্ডধারী সম্মত হন যে ব্যাংক সৎ বিশ্বাসে কার্ডধারীর নির্দেশ অনুসারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ, গ্রহণে অস্বীকৃতি বা পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত থাকার ফলে অথবা কার্ড সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত যে কোনো কার্যক্রমের কারণে যে কোনো সময় ব্যাংকের উপর আরোপিত সকল কার্যক্রম, দাবি, দাবি-দাওয়া, প্রক্রিয়া, ক্ষতি, লোকসান, ব্যক্তিগত আঘাত, খরচ, চার্জ ও ব্যয়ের বিরুদ্ধে ব্যাংককে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত ও দায়মুক্ত রাখবেন। কার্ড হারিয়ে গেলে এবং তা ব্যাংককে রিপোর্ট না করা হলে, অথবা ব্যাংককে অবহিত করার পূর্বে হারিয়ে গিয়ে অপব্যবহার হলে, তার ফলে উদ্ভূত যে কোনো নাগরিক বা ফৌজদারি দায়, ক্ষতি, ব্যয় বা লোকসানের বিরুদ্ধে কার্ডধারী ব্যাংককে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।

বিবিধ

1. কার্ড আবেদন ফর্মে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে অথবা কার্ড প্রাপ্তির বিষয়টি লিখিতভাবে স্বীকার করার মাধ্যমে কার্ডধারী এই শর্তাবলিতে নিঃশর্তভাবে সম্মত ও গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবেন।
2. ব্যাংক সময়ে সময়ে কার্ডের উপর প্রস্তাবিত নীতিমালা, বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাসমূহ সংশোধন করার এবং এই শর্তাবলি পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সংশোধিত শর্তাবলি অ্যাক্সিস ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.axis.bank.in-এ উপলব্ধ করা হবে। কোনো পরিবর্তন কার্যকর হওয়ার পূর্বে ভার্চুয়াল গিফট কার্ড বাতিলের জন্য ব্যাংকে ফেরত না দিলে কার্ডধারী উক্ত পরিবর্তনের দ্বারা আবদ্ধ থাকবেন।
3. এই শর্তাবলি কার্ডধারী ও ব্যাংকের মধ্যে একটি চুক্তি গঠন করে। পরিষেবা গ্রহণের মাধ্যমে কার্ডধারী এই শর্তাবলি গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

4. নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য / কারণে (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়) ব্যাংক পরিবর্তন করতে পারে:

   • কেবলমাত্র ভার্চুয়াল গিফট কার্ড ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত চার্জ আরোপ বা বৃদ্ধি করা।

   • কার্ডধারীর কার্ড সম্পর্কিত লেনদেনজনিত ক্ষতির ক্ষেত্রে দায় বৃদ্ধি করা।
5. কার্ড লেনদেনে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক সিস্টেম বা যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা বজায় রাখা বা পুনঃস্থাপনের জন্য প্রয়োজন হলে ব্যাংক পূর্ব নোটিশ ব্যতিরেকে পরিবর্তন করতে পারে। এই ধরনের পরিবর্তন করা হলে, প্রকাশ করলে যদি ইলেকট্রনিক সিস্টেম বা যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা বিপন্ন না হয়, তবে কার্ডধারীকে 30 দিনের মধ্যে অবহিত করা হবে।
6. এই এবং অন্যান্য যে কোনো পরিবর্তনের নোটিশ ব্যাংক অ্যাক্সিস ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.axis.bank.in-এর মাধ্যমে কার্ডধারীর নিকট প্রেরণ করতে পারে।
7. ব্যাংক অ্যাক্সিস ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এই শর্তাবলির পরিবর্তন সংক্রান্ত নোটিশ প্রকাশের মাধ্যমেও কার্ডধারীকে অবহিত করতে পারে।
8. এই শর্তাবলি: (1) পূর্বে প্রদত্ত যে কোনো প্রস্তাব, উপস্থাপন, সমঝোতা বা চুক্তি, তা মৌখিক বা লিখিত, স্পষ্ট বা পরোক্ষ যাই হোক না কেন, তার উপর প্রাধান্য পাবে; এবং (2) ব্যাংকের আমানত অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত সাধারণ শর্তাবলি এবং ব্যাংকের অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলির অতিরিক্ত হিসেবে প্রযোজ্য হবে। তবে কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে, ভার্চুয়াল গিফট কার্ড সুবিধার অধীনে সম্পাদিত লেনদেনের বিষয়ে এই শর্তাবলি প্রাধান্য পাবে।

আইন মেনে চলা

অ্যাক্সিস ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তাবিত ভার্চুয়াল গিফট কার্ড পণ্য নিয়ন্ত্রক এবং / অথবা বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষসমূহের, যার মধ্যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত, দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলির অধীন থাকবে এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা এবং / অথবা অ্যাক্সিস ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নীতিমালার ভিত্তিতে ভার্চুয়াল গিফট কার্ড সম্পর্কিত বিধানসমূহ পরিবর্তিত হতে পারে। এখানে প্রদত্ত ভার্চুয়াল গিফট কার্ড সুবিধা এবং এই শর্তাবলি প্রযোজ্য আইন ও বিধিবিধানের অধীন থাকবে এবং বিদ্যমান আইন বা বিধিমালার ভিত্তিতে যে কোনো সময় সংশোধিত বা বন্ধ করা যেতে পারে। প্রযোজ্য বা সংশোধিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শর্তাবলি পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক উক্ত কার্ড সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য কোনো দায় বা বাধ্যবাধকতার অধীন থাকবে না। যদি কোনো সময় বিদ্যমান আইনের পূর্ণ অনুসরণ ব্যতীত কার্ড সুবিধা অব্যাহত রাখা সম্ভব না হয়, তবে যে তারিখে সংশোধিত আইন উক্ত ব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ বা নিষিদ্ধ করে কার্যকর হবে, সেই তারিখ থেকে এই চুক্তি / শর্তাবলি তাৎক্ষণিকভাবে সমাপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

প্রযোজ্য আইন ও বিচারব্যবস্থা

এই শর্তাবলি এবং / অথবা লেনদেন ভারতীয় আইনের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং কার্ড ব্যবহারের ফলে উদ্‌ভূত যে কোনো দাবি বা বিষয়ের ক্ষেত্রে মুম্বাইয়ের সকল আদালত একচ্ছত্র এখতিয়ার প্রয়োগ করবে।